ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪২ ● কলকাতা ● ০১ পৌষ, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

হিট 'জামাল কুদু' গানের মানে কী? পৃঃ ৫

সান্তোসে ফিরতে চেয়েছেন নেইমার পৃঃ ৬

আইপিএসদের সম্পত্তির পরিমাণ জানাতে বলল অমিত শাহের মন্ত্রক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব রাজ্যে কর্মরত আইপিএস পুলিশ আধিকারিকদের হিসাব চেয়ে পাঠাল অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সব রাজ্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন কর্মরত আইপিএস আধিকারিকদেরও এই হিসেব দাখিল করতে বলা হয়েছে। সেই মর্মে দিল্লির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে।তবে রাজ্য প্রশাসনের একাংশ জানাচ্ছে, দেশের শীর্ষ পুলিশ মহলে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতি বছর নিয়ম করে আইপিএস আধিকারিকদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। সেই পর্যায়ে দেশের সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকদের থেকে আয়-ব্যয়ের হিসাব তলব করেছে শাহের মন্ত্রক। কিন্তু প্রশাসনের অন্য অংশের মতে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সিবিআই, ইডি এবং আয়কর দফতরের হানায় যে ভাবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকার নগদ-সহ বিরাট সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে, তাতেই নড়েচড়ে বসেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এ ক্ষেত্রে দেশের পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা যে এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন, তা তাঁদের আয়-ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে শাহের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।চিঠিতে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে সব রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কর্মরত সব আইপিএস পুলিশ আধিকারিককে নিজেদের আয়-ব্যয়ের হিসেব জমা দিতে হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। হিসাব জমা

এরপর ৩ পাতায়

বকেয়া অর্থ আদায়ে দিল্লি গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে বকেয়া অর্থ আদায়ে দিল্লি গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করার পরিকল্পনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি তিনি দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও যোগ দেবেন। সেইসব একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আজ এমপিদের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। রাজ্যের বকেয়া টাকা আদায় নিয়ে অভিষেকের নেতৃত্বে দিল্লি গিয়েছিল তৃণমূলের বিশাল প্রতিনিধিদল। সেই আন্দোলন নিয়ে বিস্তর হইচই হয়েছিল রাজধানীতে। আন্দোলনটা বহুদিন ধরেই চলছে। আমি নিজেও ধর্না করেছি। বিধানসভাতেও ধর্না হয়েছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রস্তাবও পাস হয়েছে। এর আগেও তিনবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দাখা করেছি। ফের বৈঠক করতে চলেছি।সোমবার ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দেব। পরদিন বেলা এগারোটা নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে চেয়েছি। কয়েকজন সাংসদকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব বলে আমি বলেছিলাম। বাংলার একশো দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। কোনও টাকা দেয়নি। বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। গ্রামীণ রাস্তার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। এগুলি কেন্দ্রের প্রকল্প। কিন্তু টাকাটা কেন্দ্রের একার নয়। কেন্দ্র ট্যাক্সের যে টাকা তুলে নিয়ে যায় সেখান থেকে টাকা দেয়। আর আর আমরা আমাদের ভাগটা দিই। স্বাস্থ্য দফতরের টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। কেন্দ্রকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেনাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। সেদিন শিলিগুড়ির আগে সুখনার ওখানে দেখলাম সব বাড়িগুলোকে গেরুয়া করে দিয়েছে। আমাদের বলছে সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেরুয়া রঙ করে দিতে হবে। কেন করব?

এরপর ৩ পাতায়

বারুইপুরে তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেফতার ১২

বারুইপুর, ১৭ ডিসেম্বর: নিউজ সারাদিন : জয়নগরের পর এবার বারুইপুরে খুন তৃণমূল নেতা । বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা ।গতকাল সাইদুলকে সুপরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে । তৃণমূল সভাপতি পুলিশ প্রশাসনের কাছে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আবেদন জানিয়েছেন । যদিও বিরোধী দলের নেতাদের কাছ থেকে এই অভিযোগের পালটা কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি । ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক । অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ ।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত বলবন এলাকায় । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায় । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সাইদুল শেখ (৩৬) । এই ঘটনায় ইতিমধ্যে ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালী বলেন, "গতকাল একটি জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে সাইদুল শেখ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় । পরিবারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বেশ কয়েকজনের নামে । এই খুনের ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।"

তৃণমূল কর্মী সাইদুলকে খুনের অভিযোগ উঠেছে বিজেপি ও সিপিএমের বিরুদ্ধে । সাইদুল পেশায় গাড়িচালক । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বাড়ির পাশে একটি জায়গায়

এরপর ৩ পাতায়

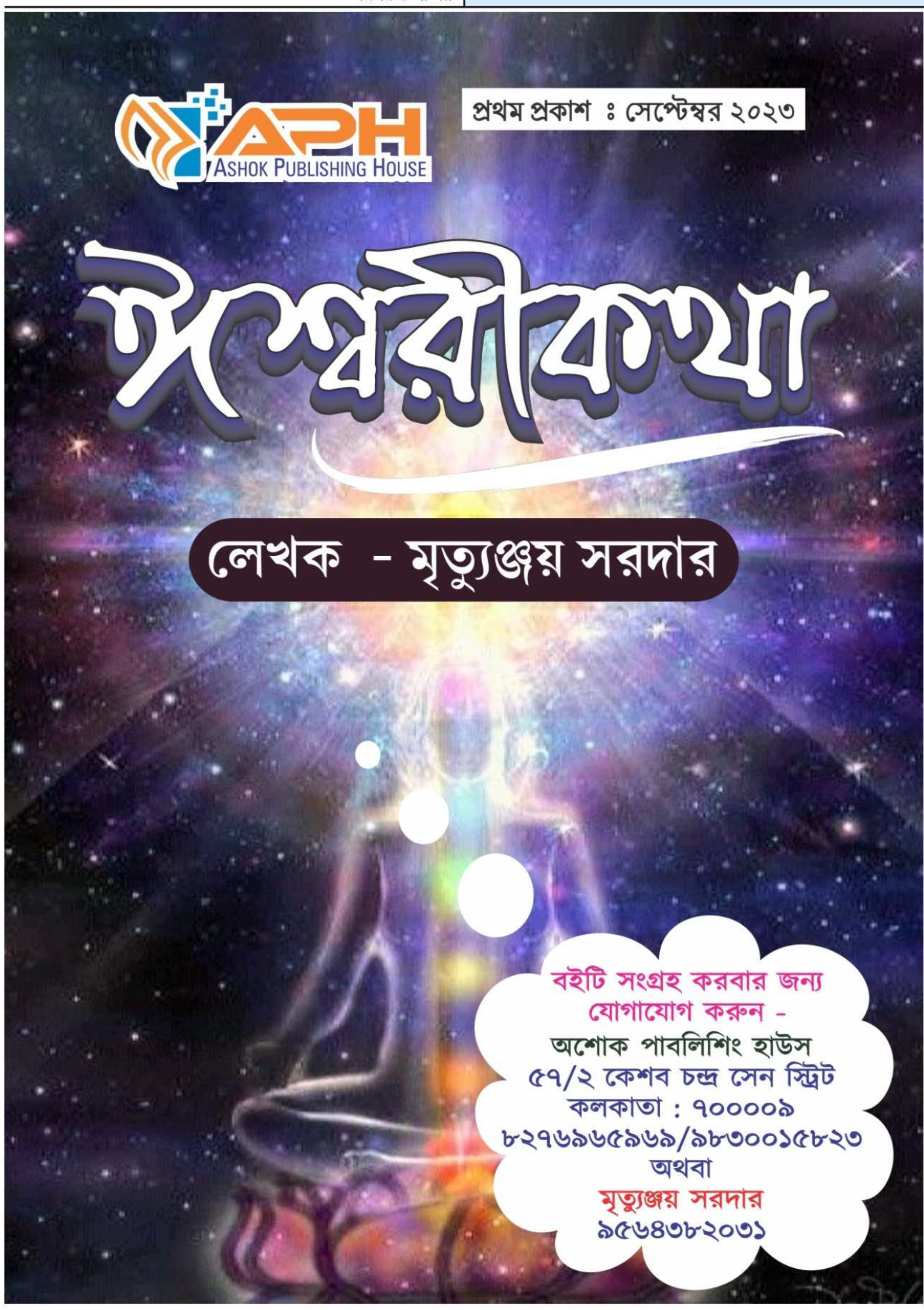

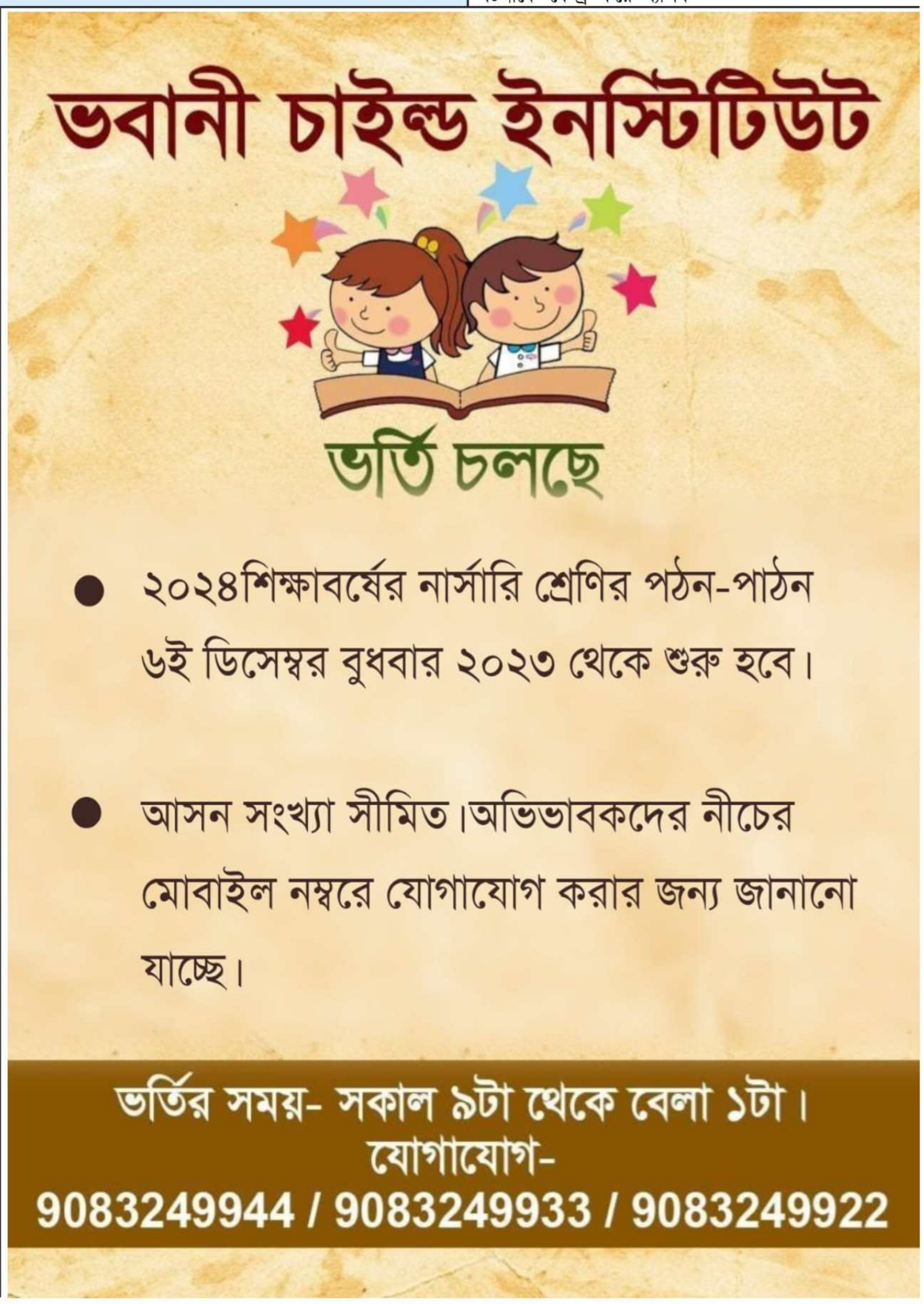

মেট্রোর বরানগর স্টেশনে বড়সড় বিভ্রাট,

৫ ঘণ্টা হতে চলল, চলাচল বন্ধ দক্ষিণেশ্বর থেকে নোয়াপাড়া

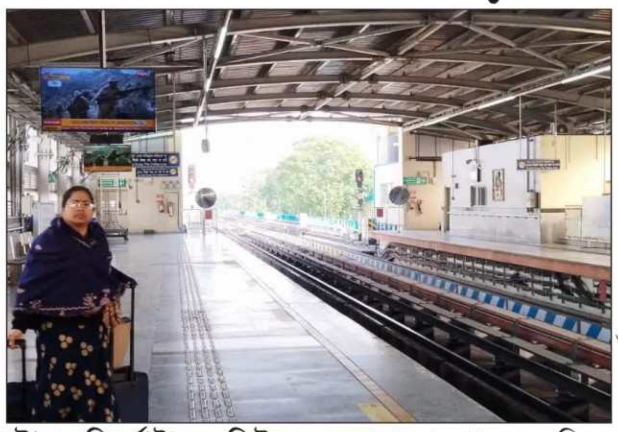

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা মেট্রোয় বিভ্রাট। রবিবার দুপুর ২টো নাগাদ বন্ধ হয়ে গেল দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম পর্যন্ত ট্রেন চলাচল। যদিও বাকি লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

এই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর নোয়াপাড়া পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা খুলেছে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে মেট্রো ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। এ নিয়ে মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, "থার্ড রেলে বিদ্যুত পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটেছে। দুপুর ১টা ৫২ মিনিট থেকে দমদম এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। আবার দক্ষিণেশ্বর থেকে দমদম পর্যন্ত ১টা ৫৮ মিনিটে পরিষেবা বন্ধ হয়েছে।" আগের দিনও বিদ্যুৎ সংযোগে গন্ডগোল হয়েছিল। একটি রেকের কানেক্টর ভেঙে বিপত্তি ঘটে। বস্তুত, আগের দিন, শনিবারই এমন বিভ্রাট ঘটেছিল। দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১১ মিনিট পর্যন্ত নোয়াপাড়া থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত মেট্রো চলাচল বন্ধ ছিল।রবিবার আবার একই ঘটনা ঘটল।

রবিবার ছুটির দিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত এবং দর্শনার্থী সমাগম অপেক্ষাকৃত বেশি। কিন্তু রবিবার দুপুরবেলা মেট্রো পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন অনেক যাত্রী। প্ল্যাটফর্মে বেশ কিছু ক্ষণ অপেক্ষার পর ঘোষণা শোনেন তাঁরা। প্ল্যাটফর্মে আর কোনও যাত্রীকে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের টিকিটমূল্য ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু ক্ষণের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়

কারও রাজত্বকে ঝকঝকে দেখাতেই

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাকে সেরার পুরস্কার: শুভেন্দু

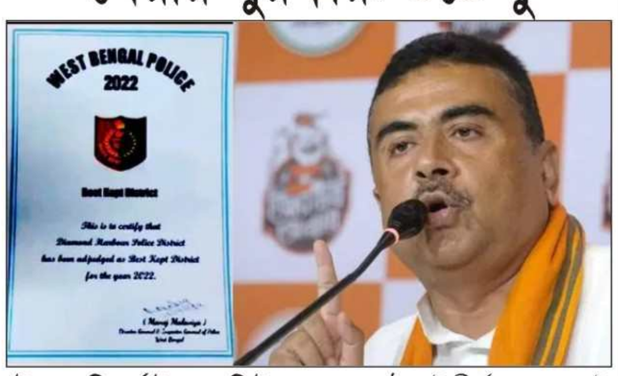

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডায়মন্ড হারবার রাজ্য পুলিশের সেরা পুলিশ জেলার পুরস্কার পাওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষ ছুড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, কারও রাজত্বকে ঝকঝকে দেখাতে দারুণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য পুলিশ। একই সঙ্গে ডায়মন্ড হারবারে ভোট লুঠ ও বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের একটি ভিডিয়ো ও সংবাদ প্রতিবেদন টুইট করেছেন তিনি।প্রতি বছর রাজ্যের একটি পুলিশ জেলাকে সেরা পুলিশ জেলার পুরস্কার দেয় রাজ্য প্রশাসন। এবার সেই পুরস্কার পেয়েছে ডায়মন্ড হারবার। তৃণমূলের দাবি, নানা পরাকাষ্ঠায় উত্তীর্ণ হলে তবেই এই পুরস্কার পাওয়া যায়। অকারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক আক্রমণ করা হচ্ছে। তৃণমূলের দাবি মানতে নারাজ বিজেপি।এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, কারও রাজত্বকে ঝকঝকে দেখাতে রাজ্য পুলিশের উদ্যোগে আমি আপ্লুত। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলা 'সেরা পুলিশ জেলা'-র সম্মান পেয়েছে। কিন্তু তারা আসলে পুরস্কারের নামটা সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। পুরস্কারের নাম হওয়া উচিত ছিল 'অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে সেরা পুলিশ জেলা' বা 'ভোট লুঠের মডেলের জন্য সেরা পুলিশ জেলা' অথবা 'বেআইনি কাজের জন্য সেরা পুলিশ জেলা'।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

গাজায় ১৯ হাজার ছাড়িয়ে গেল মৃতের সংখ্যা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা দেড় মাস ধরে চলছে ইজরায়েল এবং গাজার মধ্যে যুদ্ধ। ইজরায়েলি হামলায় গাজায় হু হু করে বেড়ে চলছে মৃতের সংখ্যা। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইজরায়েল বাহিনীর বিমান হামলায় ১৯ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার ৮৯৭ জন।সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের বাইডেন বলেন, ও আমি চাই ইজরায়েল বাহিনী কীভাবে গাজার বেসামরিক মানুষের জীবন বাঁচানো যায় সে দিকে মনোনিবেশ করুক।'এর আগে হোয়াইট হাউজ জানায়, বাইডেনের শীর্ষ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুলিভান ইজরায়েলকে যুদ্ধ নিয়ে চাপ দিয়েছে। অন্যদিকে ইজরায়েল প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু 'বিজয় না হওয়া পর্যন্ত' চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছেন । পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেন বলেছেন, হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়াই অব্যাহত থাকবে। আর তা নিয়েই চাপে পড়ছে ইজরায়েল। তবে আদৌ কবে গাজায় ইজরায়েল হামলা কমবে তা এখনও অধরাই।গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের ওপর প্রথম হামলা চালায় হামাস গোষ্ঠী। ইজরায়েলের তরফে জানানো হয়েছে হামাসের হামলায় ১ হাজার ২০০ জনের মতো নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩২০ জনের মতো সেনা রয়েছেন। এই হামলার পরেই গাজার ওপর হামলা শুরু করে ইজরায়েল বাহিনী। তবে গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে গত ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় একটি প্রস্তাব পাস হয়।

অভিষেকের বক্তব্যেই মান্যতা সুপ্রিম কোর্টের, কাটল বিভ্রান্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যেই মান্যতা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট! যদিও শুক্রবারের এই রায় নিয়ে নানা মহলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। শনিবার রায়ের কপি সুপ্রিম কোর্টের পোর্টালে আপলোড করা হলে সেখানেই ফের স্পষ্ট হয়েছে যে দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে অভিষেকের বক্তব্যই মান্যতা পেয়েছে।সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ শুক্রবারের রায়ে, অতীতের ছ'টি মামলার উল্লেখ করেছে। যেসব রায়ে বলা হয়েছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত তদন্ত কোনও আইন বা ধারা লঙ্ঘন করছে, ততক্ষণ আদালতের পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন নেই। তদন্তের সমস্ত দিক বিচারবিভাগ দূরে থাকবে। এবং পুলিশি ডায়েরির তথ্য বা তদন্তে পাওয়া বয়ান আদালত প্রকাশ করতে পারে না। এমন কোনও পর্যবেক্ষণ আদালত দেবে না যা তদন্ত প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে।

সবশেষে বিচারপতি খান্না মনে করিয়ে দেন, সেবি বনাম সাহারা মামলায় মিডিয়া ট্রায়াল সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশ এখনও সব ক্ষেত্রেই বহাল। একইসঙ্গে আদালত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের বক্তব্য কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে জানানোর নির্দেশও দিয়েছে।প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের রায় সামনে আসার পর তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে লেখেন, "অভিষেক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ১) বিচারপতিরা মামলা নিয়ে বিভ্রান্তিকর বিচ্ছিন্ন মন্তব্য করতে পারবেন না। ২) নজরদারির নামে তদন্তে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। ইডি নিয়মমতো কাজ করবে। ৩) মামলা সংক্রান্ত ভুল, বিভ্রান্তিকর রিপোর্টিং করা যাবে না।'

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি এস ভি এন ভাট্টির বেঞ্চে অভিষেকের আইনজীবী গোপালকৃষ্ণণ আইয়ার বলেন, কলকাতা হাই কোর্টের এক মহিলা বিচারপতি এমন কিছু পর্যবেক্ষণ রাখছেন, যা এনফোর্সমেনট ডিরেক্টরেটের (ইডি) সরকারি আইনজীবীও বলছেন না। দুর্নীতি, বিশাল সম্পত্তির মতো কথা উঠে আসছে তাঁর পর্যবেক্ষণে। যেগুলি হাতিয়ার করে বিরোধী নেতারা টুইট করছেন। চলছে 'মিডিয়া ট্রায়াল'। এই সময় তিনি 'সাহারা বনাম সেবি' মামলার উল্লেখ করে আদালতে অনুরোধ করেন, যেন মিডিয়ার প্রচার বন্ধের নির্দেশ দেয় আদালত।

বেঞ্চ চলতি বছরের ৮ ডিসেম্বরের এবং ৫ অক্টোবরের ডিভিশন বেঞ্চের রায় উল্লেখ করে পর্যবেক্ষণে বলেছে, সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারককে মনে রাখতে হবে যে তদন্ত চলাকালীন যাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, তাঁদের কারও বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে তলব করা ব্যক্তিদের কারও বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকূল পর্যবেক্ষণ তাঁদের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এবং তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। আদালত আরও বলেছে, এটি নিশ্চিত করা হবে যে তদন্তকারী সংস্থা সমস্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করে আদালতে জমা করবে এবং তদন্তের ফলাফলের বিষয়ে আইনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করবে।

মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে

অনুষ্ঠিত হলো সুবর্ণরৈখিক মিলন মেলা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরেখা নদী অববাহিকার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি 'সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি'কে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে অনুষ্ঠিত হল 'সুবর্ণরৈখিক মিলন মেলা ২০২৩'। 'আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব' ফেসবুক গ্রুপের পক্ষ থেকে এদিন এই মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। সকালে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পুরো গোপীবল্লভপুর পরিক্রমা করে। সুবর্ণরেখার অববাহিকা অঞ্চলের কয়েকশ মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। পরে গোপীবল্লভপুরের বটতলা চকে ব্যোম নিলীমা সারস্বত মন্দির লাইব্রেরি প্রাঙ্গণে মিলন মেলা উপলক্ষে নানান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন লাইব্রেরি চত্বরে এলাকার বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মতিবাস দাসের আবক্ষমূর্তির আবরণ উন্মোচন করা হয়। উন্মোচন করেন প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পুত্র কলিঙ্গশেখর দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এদিন বিশিষ্ট লেখক গবেষক ডঃ মধূপকুমার দে, কবি ফটিকচাঁদ ঘোষ সহ সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকার কৃতি সন্তান। অনুষ্ঠান থেকে আমারকার ভাষা আমারকার গর্ব পরিবারের রূপকার বিশ্বজিৎ পাল সহ মোট চার জনকে সুবর্ণরত্ন সম্মান প্রদান করা হয়। এদিনের মিলন মেলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী পাট গোপীবল্লভপুরের মহন্ত মহারাজ কৃষ্ণ কেশবানন্দ দেব গোস্বামী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ে বহু লেখক কবি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে সুবর্ণ সম্মান প্রদান করা হয়। প্রকাশিত হয় সুবর্ণ স্মারক পত্রিকা। সারাবিশ্বে সুবর্ণরৈখিক ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসারের লক্ষ্যে আগামী দিনে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

১০ শতাংশ সংরক্ষণ প্রাথমিকে

পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য, রায় হাইকোর্টের

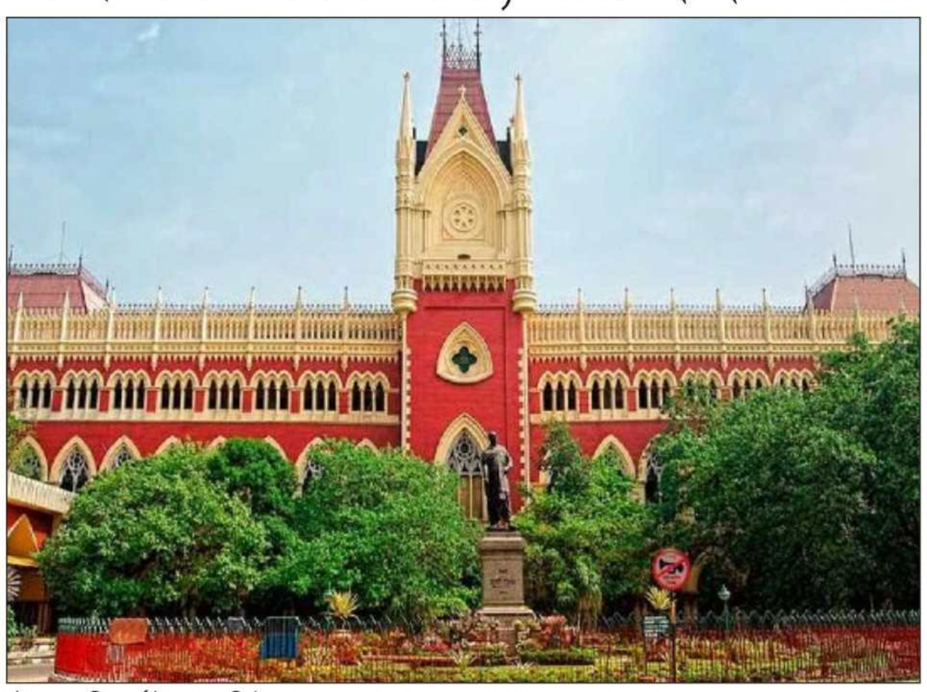

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের সরকারি ও সরকার পোষিত উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পদের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকবে পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য। এমন রায় দিল কলকাতা হাইকোর্ট।মামলাকারীদের যুক্তি, সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পের সঙ্গে তাঁরাও যুক্ত। তাই এই অধিকার তাদেরও প্রাপ্য। যদিও প্রারা টিচার-দের তরফে আইনজীবী সৌমিক প্রামাণিকের যুক্তি, প্রারা টিচার-দের নিয়োগ হয় জেলা প্রজেক্ট অফিসারের মাধ্যমে। ফলে তাদের নিয়োগের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার সুযোগ কম। এদের প্রতিদিন ক্লাস করাতে হয়। তাঁদের পরীক্ষা ও খাতা দেখার মতো কাজেও ব্যবহার করা হয়, সেই সংক্রান্ত নথিও আইনজীবী আদালতে তুলে দেন।প্রায় ৭ বছর পরে রাজ্যে পার্শ্বশিক্ষকদের নিয়োগে আইনি জট কাটলো। রাজ্যের উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ আসন পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ রাখায় রাজ্য সরকারের ২০১৬ সালের বিজ্ঞপ্তিকেই কার্যত মান্যতা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। গত শুক্রবার এই রায় দেওয়া হলেও রবিবার তা আপলোড করা হয়েছে হাইকোর্টের পোর্টালে।

বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য শুক্রবার তাঁর রায়ে জানিয়েছেন, পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য সংরক্ষণ সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। এতে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। পাশাপাশি পাস্ব শিখক নিয়োগ, তাদের কাজের ধরন থেকে শুরু করে কাজের গুরুত্ব-সবটাই অন্যদের থেকে আলাদা। তাই ২০১৭ সাল থেকে সম্প্সারক, সম্প্রসারিকা, মুখ্যসহায়ক এবং সহায়িকাদের দায়ের করা সব মামলা খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট। বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য শুক্রবার তাঁর রায়ে জানিয়েছেন, পার্শ্বশিক্ষকদের জন্য সংরক্ষণ সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্ত। এতে হস্তক্ষেপ করবে না আদালত। পাশাপাশি প্যারা টিচার নিয়োগ, তাদের কাজের ধরন থেকে শুরু করে কাজের গুরুত্ব-সবটাই অন্যদের থেকে আলাদা। তাই ২০১৭ সাল থেকে , সম্প্রসারক, সম্প্রসারিকা, মুখ্যসহায়ক এবং সহায়িকাদের দায়ের করা সব মামলা খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্ট।

একইসঙ্গে জানা গিয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্য প্যারা টিচার-দের নিয়োগের ক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্টের পূর্বেরতকার স্থগিতাদেশও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। বাম আমলে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে ৫০ হাজারেরও বেশি পার্শ্বশিক্ষক কর্মরত ছিলেন। কিন্তু অবসর ও অন্যত্র চাকরি পাওয়ার কারণে সেই সংখ্যা কমতে কমতে এখন ৪২ হাজারে ঠেকেছে। যদিও সিঙ্গল বেঞ্চের এই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার ব্যাপারে আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন অন্যপক্ষ।

১-ম পাতার পর

বারুইপুরে তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেফতার ১২

গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে কয়েকজনের প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা বাধে সাইদুলের। অভিযোগ, এরপর বেশ কয়েকজন সাইদুলকে বেধড়ক মারধর করে। এমনকী সাইদুলের পিছন দিক থেকে এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন সাইদুল। এরপর সাইদুলের পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। রবিবার সকালে বারুইপুর হাসপাতালে চিকিতসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সাইদুলের। সাইদুলের পরিবারের দাবি, সাগির, আজিজুল, সাদ্দাম ও তাঁর দলবলেরা সাইদুলকে পরিকল্পনা করেই খুন করেছে। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বারুইপুর ব্লকের সাংগঠনিক তৃণমূলের সভাপতি গৌতম দাসের দাবি, সাইদুল তৃণমূলের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই সাইদুলকে পরিকল্পনামাফিক খুনের ছক করছিল বিজেপি ও সিপিএম সমর্থকেরা।

১-ম পাতার পর

আইপিএসদের সম্পত্তির পরিমাণ জানাতে বলল অমিত শাহের মন্ত্রক

দেওয়ার জন্য একটি পোর্টালের ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে ওই চিঠিতে। এই পোর্টালে গিয়ে নিজেদের আয়-ব্যয়ের হিসেব দাখিল করতে পারবেন আইপিএস আধিকারিকরা। ইমেল মারফতও প্রশাসনের শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা দিতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিলের ক্ষেত্রে কোনও রকম গড়িমসি যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বরদাস্ত করবে না, তা-ও এই চিঠিতে সোজা ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।'অল ইন্ডিয়া সার্ভিসেস কন্ডাক্ট রুলস ১৯৬৮'-র 'ইমমুভেবল প্রপার্টি রিটার্ন'-এর রুল ১৬-র অধীনে আইপিএস আধিকারিকদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তাঁদের সম্পত্তি পরিমাণ জানানো যে বাধ্যতামূলক, তা-ও এই চিঠিতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও আইপিএস পুলিশ আধিকারিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁর আয়-ব্যয়ের হিসাব জমা না করতে পারেন, তা হলে তাঁকে ভিজিল্যান্স বিভাগের তরফ থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হবে না বলেও ওই চিঠিতে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ডিরেক্টর (পুলিশ) সুষমা চৌহান এই চিঠিটি পাঠিয়েছেন মুখ্যসচিবদের। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, সিবিআই দফতর, ক্যাবিনেট সচিব, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ডিজি-সহ আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আইপিএস পুলিশ আধিকারিকের আয়-ব্যয়ের হিসাব জানাতে বলা হয়েছে।

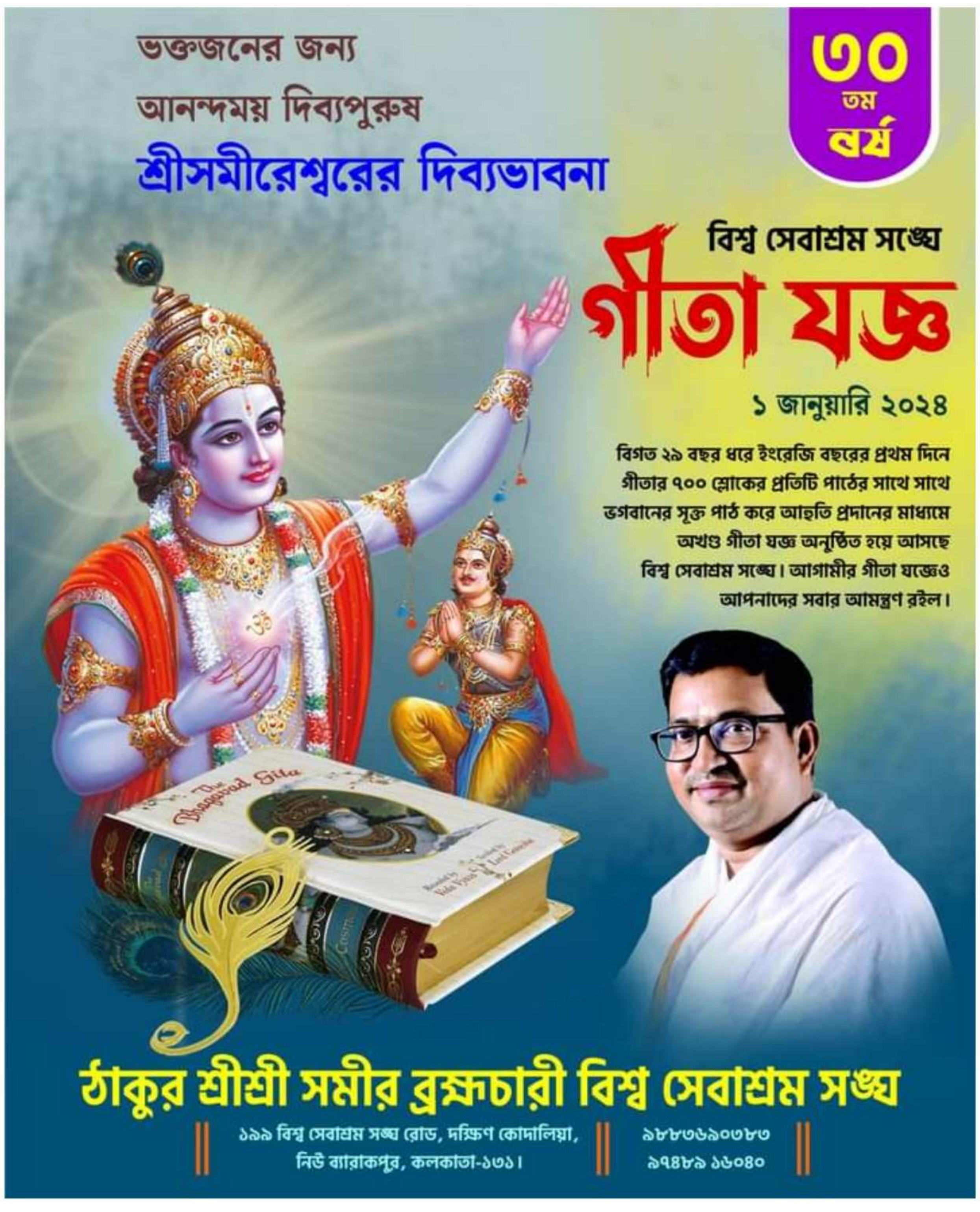

যেখানে সব আশা শেষ হয়ে যায়,
সেখান থেকে শুরু হয় মোদি কি গ্যারান্টি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যেখানে সব আশা শেষ হয়ে যায়, সেখান থেকে শুরু হয় মোদি কি গ্যারান্টি। ফের নিজেকে 'মসিহা' হিসাবে জনসমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বোঝানোর চেষ্টা করলেন, যতদিন তাঁর গ্যারান্টি আছে, ততদিন হতাশার কোনও কারণ নেই।এবার লোকসভাতেও বিজেপির প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হতে চলেছে এই মোদি কি গ্যারান্টি, সেটা এদিন প্রধানমন্ত্রীর কথাতেই স্পষ্ট। বস্তুত প্রত্যেক লোকসভার আগেই প্রধানমন্ত্রীর মুখকে নতুনভাবে ব্যবহার করার ট্রেন্ড শুরু করেছে বিজেপি। এবারেও মোদির বিশ্বাসযোগ্যতাকে হাতিয়ার করে মোদি কি গ্যারান্টিকে নতুন ব্র্যান্ড বানাতে চাইছে গেরুয়া শিবির।শনিবার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার উদ্বোধনের মঞ্চে ভারচুয়ালি মোদি বলেন, 'করোনা মহামারীর সময় দেশবাসীকে স্বস্তি দেওয়ার সবরকম চেষ্টা করছে সরকার। আমাদের সরকার গরিব মায়েদের অ্যাকাউন্টে ২০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। গোটা দেশের জন্য বিনামূল্যে টিকাকরণের ব্যবস্থা করেছে। মানুষের দুয়ারে খাদ্যশস্য পৌঁছে দিয়েছে। যেখানেই সব আশা শেষ হয়, মোদি গ্যারান্টি শুরু হয়।'

মোদি কি গ্যারান্টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাবমূর্তিকে ভোটের ময়দানে ব্যবহার করতে নতুন শব্দবন্ধ তৈরি করেছে বিজেপি। বলা ভালো এই নয়া শব্দবন্ধ ব্যবহার করা শুরু করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজেই। সদ্য শেষ হওয়া পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনে ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল মোদি কি গ্যারান্টি। যা ভোটবাক্সে বিজেপিকে ভালো ডিভিডেন্টও দিয়েছে।

ছত্তিশগড়ে ফের মাওবাদী হামলা,
মৃত্যু সিআরপিএফ আধিকারিকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছত্তিশগড়ে ফের মাওবাদী হামলা। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল এক সিআরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টরের। নিরাপত্তাবাহিনী ও মাওবাদীদের গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই আধিকারিকের। গুলিবিদ্ধ আরও এক জওয়ান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানা গিয়েছে।প্রসঙ্গত, গত অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ ছত্তিশগড়ে ভোটপ্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যকে মাওবাদী মুক্ত করতে বিজেপিকেই ক্ষমতায় আনতে হবে। এর পর বিধানসভা ভোটে কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে মসনদ দখল করেছে বিজেপি। যদিও রাজ্যে নাশকতার ঘটনা অব্যাহত। এবার কী ব্যবস্থ নেয় গেরুয়া সরকার সেটাই এখন দেখার।এদিন সকাল ৭টা নাগাদ মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে ছিল সিআরপিএফের ১৬৫ ব্যাটেলিয়ান। সেই সময় উরসাঙ্গাল গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছতেই বাহিনীর উপর হামলা হয়। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় সিআরপিএফের সাব-ইন্সপেক্টর সুধাকর রেড্ডির। গুলি লেগেছে কনস্টেবল রামুরও। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রামুর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। রামুকে এয়ার লিফট করে ৪৩১ কিলোমিটার দূরের রায়পুরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সিআরপিএফের উপর অতর্কিত হানার পরেই এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। চার সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তাঁরা উরসাঙ্গাল গ্রামে ঘটনাস্থলের কাছেকাছে ঘোরাঘুরি করছিল। এদিকে সিআরপিএফ আধিকারিকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। কনেস্টবলের চিকিৎসার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

ডিজিটাল রূপান্তর প্রচেষ্টা এবং বৈদ্যুতিন উৎপাদন ক্ষেত্রে
ভারত সৌদি আরবের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি অনুমোদিত হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবছর ১৮ আগস্ট ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর এবং বৈদ্যুতিন উৎপাদন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারের লক্ষ্যে ভারতের বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এবং সৌদি আরবের যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের মধ্যে যে মউ স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেসম্পর্কে আজ অবহিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিষয়টির পর্যালোচনা করা হয়। ঐ মউ স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য হল ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে ডিজিটাল রূপান্তর প্রচেষ্টা, বৈদ্যুতিন উৎপাদন, বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উদ্যোগ, স্মার্ট পরিকাঠামো, বৈদ্যুতিন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রসার, ডিজিটাল উদ্ভাবন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে পারস্পরিক অংশীদারিত্বের প্রসার এবং কৃত্রিম মেধার মতো নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহদান, ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), রোবোট, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং ব্লকচেনের মত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময়। মউ স্বাক্ষরের সময় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে ডিজিটাল রূপান্তর প্রচেষ্টা এবং বৈদ্যুতিন রূপান্তর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কর্মকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে ভারত ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার প্রসার ঘটানো। বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, ই-লার্নিং এবং ডিজিটাল রূপান্তর প্রচেষ্টা ও বৈদ্যুতিন রূপান্তর ক্ষেত্রে বিনিময় কর্মসূচি বিশেষভাবে উৎসাহিত হবে এই মউটির আওতায়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জন্য আয়োজিত হবে এক যৌথ প্রশিক্ষণদান কর্মসূচি, যাতে দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ প্রযুক্তিগত তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মী ও পেশাদারদের আরও সুশিক্ষিত করে তোলা যায়। বলাবাহুল্য, মউ স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু-দেশের পক্ষ থেকে যে নিবিড় কর্ম প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে তা 'আত্মনির্ভর ভারত' গঠনের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

১-ম পাতার পর

বকেয়া অর্থ আদায়ে দিল্লি গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের রাজ্যের তো একটা ব্যান্ড রয়েছে-নীল-সাদা। এটাকে কোনও দলের ব্যান্ড নয়। আমরাই প্রথম রঙ দেওয়া শুরু করি সরকারি ভবনে। প্রতিটি জায়গায় বিজেপির লোগো লাগাতে হবে? আর বিজেপির কালার করতে হবে? মানুষের স্বাধীনাতা বহলে কিছু থাকবে না? কে কী খাবে সেটাই ঠিক করে দেবে? কে কী পরবে সেটাও ঠিক করে দেবে? সিলেবাসে যা ইচ্ছে তাই ঢোকাবে? মানুষের মাথা খারাপ করে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা। এসব নিয়ে আমরা আওয়াজ তুলছি। এসব কথা আমার বক্তব্যের মধ্যে থাকবে।সংসদে দুই যুবকের হানা নিয়েও মুখ খোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা একেবারেই নিরাপত্তা বয়বস্থার ব্যর্থতা। স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী তা স্বীকারও করেছেন। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এনিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এনিয়ে তদন্ত হচ্ছে। আমরা কখনও নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করতে পারি না। ওই হানার সঙ্গে বাংলার কোনও যোগাযোগ নেই। যারা তদন্ত করছেন তাদের তদন্ত নিরপেক্ষা হোক আমরা চাই। আমরা কোনও উল্টোপাল্টা মন্তব্য করি না। যেটা বলব সেটা দায়িত্ব নিয়ে বলব। আমরা তো আবোলতাবোল বকি না! বাংলার কুতসা করাই ওদের সারাক্ষণের কাজ। কোনও অপরাধমূলক কাজকে প্রশ্রয় দেয় না বাংলা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৪২ সংখ্যা ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ সোমবার ০১ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সপ্তাহে তিনদিন ছুটি, কমবে বেতন! বাজেটে নয়া শ্রমবিধি আনতে পারে কেন্দ্র

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আগামী বছর ১লা ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করবেন। নির্মলা সীতারামন মোদি সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ বাজেট পেশ করতে চলেছেন। কারণ তার পরেই দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন হতে চলেছে। অনুমান করা হচ্ছে, কেন্দ্রীয় বেতনভুক শ্রেণির জন্য বিশেষ ঘোষণা করতে চলেছে।শ্রম আইনের নিয়মানুযায়ী কোম্পানিগুলোর কাজের সময় বাড়ানোর অধিকার থাকবে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকবে। তবে কর্মীরা আরও একদিন অতিরিক্ত ছুটি পাবে। সেক্ষেত্রে কর্মচারীরা সপ্তাহে এক বা দুই দিন নয়, টানা ৩ দিন ছুটি পাবেন।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, মূল বেতনের বেসিক স্যালারি ৫০% বা তার বেশি হতে হবে। এতে বেশিরভাগ কর্মচারীর বেতন কাঠামো পরিবর্তন হবে। মূল বেতন বৃদ্ধির কারণে, পিএফ এবং গ্র্যাচুইটির টাকা আগের থেকে বেশি কাটা হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত বেতন আগের চেয়ে কম হতে পারে। চাকরির সময় পিএফ থেকে বেশি টাকা কেটে নিলে অবসরের পরে আরও বেশি টাকা পাওয়া যাবে।কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে শ্রম আইন আনার বিষয়ে ঘোষণা করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার দীর্ঘদিন ধরে সারা দেশে শ্রম আইন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে, কিন্তু রাজ্যগুলির মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে আইনটি কার্যকর করতে বিলম্ব হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত অর্থমন্ত্রী এ বিষয়ে কিছু না বললেও, অনুমান করা হচ্ছে লোকসভা ভোটের আগে বড় কোনও ঘোষণা করতে পারে সরকার।

ভারতে ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইন ৪টি কোডে বিভক্ত। কোডের নিয়মে ৪টি শ্রম কোড রয়েছে যেমন মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প সম্পর্ক এবং পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য এবং কাজের শর্ত ইত্যাদি। এখনও পর্যন্ত ২৩টি রাজ্য এই খসড়া আইন তৈরি করেছে। কেন্দ্র ছাড়াও, রাজ্য সরকারগুলিরও এই নিয়মগুলিকে এই নিয়মগুলি সম্ভবত কার্যকর করা হবে।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন অযোধ্যায় আসবেন না, ভক্তদের উদ্দেশে বললেন ট্রাস্টের কর্তা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পরিকল্পনামাফিক এগোলে আগামী বছর ২২ জানুয়ারিই অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন হতে চলেছে। গর্ভগৃহে 'রামলালা বিরাজমান'-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠার সেই অনুষ্ঠানে থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও। তা নজরে রেখেই শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। রামমন্দিরের উদ্বোধনে হাজির থাকতে আগে থেকেই অযোধ্যায় পৌঁছে যাচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরা।বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছেন, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রামমন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে দেশে উন্মাদনা তৈরি হবে। নতুন মাইলফলক তৈরি হবে বিজেপির ইতিহাসে। গত পাঁচ দশকে সঙ্ঘ পরিবারের রামমন্দির আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নিতে চলেছে রামমন্দির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। ট্রাস্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা মন্দির চত্বরের কাজ শেষ হতে ২০২৫ সাল হয়ে যাবে। লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই তত দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা হচ্ছে না।এই পরিস্থিতিতে উদ্বোধনে ভক্তদের শহরে আসতে নিষেধ করলেন রামমন্দির ট্রাস্টের কর্তা চম্পত রাই।

রামমন্দির উদ্বোধনের দিন অযোধ্যায় যে ভিড় উপচে পড়তে পারে, সেই আশঙ্কা আগে থেকেই করেছিল উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টেও দাবি করা হয়েছে যে, শহরের বেশির ভাগ হোটেলেই তিন দিন অর্থাৎ, ২১ থেকে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত বুকিং করে রেখেছেন বহু মানুষ। এ ভাবে চলতে থাকলে ভিড়ে ঠাসাঠাসি অবস্থা হতে পারে অযোধ্যার। তা মাথায় রেখেই ভক্তদের উদ্দেশে চম্পত বলেন, "আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় আসার দরকার নেই।" তাঁর বার্তা, ওই দিন অযোধ্যায় না এসে বাড়ির কাছে কোনও মন্দিরে 'আনন্দ মহোতসব' পালন করতে পারেন ভক্তেরা। তিনি বলেন, "ছোট-বড়, যে কোনও দেবতারই মন্দিরে যান ২২ জানুয়ারি। অযোধ্যায় আসবেন না।" চলতি মাসেই রামমন্দিরের নবনির্মিত গর্ভগৃহের ছবি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট। কিন্তু ২২ জানুয়ারির মধ্যে যে রামমন্দির পুরোপুরি তৈরি হবে না, তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ট্রাস্ট। শনিবার ট্রাস্ট কর্তা এক সাক্ষাতকারে জানালেন, মূর্তি ও গর্ভগৃহ নির্মাণ হয়ে গেলেও বাকি কাজ সম্পূর্ণ শেষ হতে বছর দুয়েক লেগে যাবে।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রাজনীতি নয় ধর্ম নিয়ে গরামি নয়, ধর্ম নিয়ে নৈতিকতার জীবনে মানুষের চলার মূল চাবিকাঠির নাম হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের সম্প্রীতি বোঝাই করে যে দেবী তিনি হচ্ছেন সরস্বতী। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের শ্রী পঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর পূজা করা হয়। সরস্বতী হলেন- জ্ঞান, বিদ্যা, সংস্কৃতি ও শুদ্ধতার দেবী। সৌম্যাবয়ব, শুভ্র বসন, হংস-সংবলিত,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদিবাসীদের অধিপত্য দেব ও দেবী হচ্ছে শিব , কালী আর মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

বৈদিক দেবতায় উন্নীত করে। তাই চুটনাথ বাবার থানেও শিবলিঙ্গের মতন দেখতে একটি পাথর এবং একটি বৃহৎ ত্রিশূল ছাড়াও আরো অসংখ্য ছোট ত্রিশূল গাঁথা আছে । পুরো পুজোর জায়গাটা লাল কাপড়ে ঘেরা। এছাড়াও যে কোন হিন্দু মন্দিরের মতন অসংখ্য ঘন্টা ঝুলছে। শিবলিঙ্গের মতন দেখতে পাথরটির উপর চাল দিয়ে তৈরি দেশি মদ বা হাঁড়িয়া, ঢালা- ই এই পুজোর প্রধান উপাচার। পুজোর জন্য এই মদ আদিবাসীরা নিজেরাই তৈরি করে, শিশিতে ভরে রাখেন। রাস্তার ধারের দোকানে এই শিশি বিক্রিও হচ্ছে।বলিও হয় বলে শুনলাম। এই বলি-ও নাকি অন্যরকম, কোন রকম হাঁড়িকাঠ নেই।একজনই একহাতে পুজোর পশু ধরে, অন্যহাতে কাস্তের মতন ছুরি চালায়। খড়গ ব্যবহার করা হয়না। তবে আমরা যাবার আগেই তিনটি বলি সম্পন্ন হয়েছে, তাই সৌভাগ্য যে বলির দৃশ্য দেখতে হল না।সুজাতা অবশ্য বাবার মাথায় ঘটি করে জলই ঢালল। কিন্তু ছেলেদের জন্য হাঁড়িয়ার শিশি থেকে হাঁড়িয়া ঢালাই লোকাচার বা নিয়ম। তাই আমাকেও পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে বাবার মাথায় হাঁড়িয়া ঢালতে হোল। এ যেন এসেছি শিব ঠাকুরের আপন দেশে অর্থাৎ এই শিবলিঙ্গের মতন শিলা খন্ডটি এঁদের কাছে কেবলমাত্র ঠাকুরই নন, একদম নিজের ঘরের আপন লোক।মদ ঢালা ভেজা বেলপাতা এবং বাতাসা ভক্তিভরে গ্রহণ করলাম। কিন্তু পুরোহিতের আদেশে এই প্রসাদ প্লাস্টিক ব্যাগ বা কোন থলিতে নেওয়া যাবেনা। পাঞ্জাবি বা শাড়ির খুঁটে বেঁধে আনতে হবে। আমার পরনে যদিও পাঞ্জাবি ছিল কিন্তু দেশি গামছা শাড়ির আঁচলেই বাঁধা হোল, আদিবাসী লৌকিক দেবতার প্রসাদ।মা দুর্গাকে সহ্য না করতে পারলেও, মা কালী কিন্তু অনেক আদিবাসীদের কাছে পরম প্রিয় পূজ্য দেবী। তাই চুটোনাথ বাবা গাছের নিচে অবস্থান করলেও, মন্দিরের হাতায় একটিমাত্র বাঁধান মন্দিরে মা কালী বিরাজমান। আমরা ভগবান বা ঈশ্বরকে বহু প্রাচীনকাল থেকে মান্যতা দিয়ে এসেছি আজও দিচ্ছি। আমরা ঈশ্বর কাকে বলি ঈশ্বরের সৃষ্টি বা কিভাবে, সে কথাগুলো লিপিবদ্ধ না করলে আজ হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তাই অনিষিক্ত রূপে সে কথা স্বীকার করাটাই অনিবার্য।পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সেই ঈশ্বর যিনি সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত আছেন এবং থাকবেন এবং তিনিই প্রকৃত আরাধ্য। ঈশ্বর, পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম হচ্ছেন নিরাকার, কিন্তু তিনি চাইলেই যে কোন সাকার রুপ ধারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণকে সেই পরমব্রহ্মের এক সাকার রূপ ধরা হয় এবং পরমেশ্বর মানা হয়। এখন কেউ যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণ না শিবই আমার কাছে পরমেশ্বর তাতেও ভুল নেই কারণ তিনি যাঁকেই ডাকুন না কেন, সেই পরমেশ্বরকেই ভজনা করছেন। এখন প্রশ্ন আসতে পারে কৃষ্ণ বড় নাকি শিব বড়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের সৃষ্টিখন্ডে ঈশ্বর শিবকে বলছেন " যে তোমার ও আমার মাঝে বিভেদ করবে তার মত পাপী আর পৃথিবীতে নেই"।মূল কথা হচ্ছে ঈশ্বর একজন তিনি নিরাকার বা সাকার, আমরা যাকেই ভক্তি বা পূজা করিনা কেন তা সেই ঈশ্বরকেই করা হয়। আমারা বিভিন্ন রুপের মূর্ত্তিকে পূজা করি তা কিন্তু ঈশ্বর থেকে আলাদা মনে করে না, মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই পূজা করা হয়। ঈশ্বরের বিভিন্ন রুপ কল্পনা করে আমরা পূজা করলেও ঈশ্বর কিন্তু সেই একজনই। অনেকে প্রশ্ন করেন ভাত সোজা করে না খেয়ে এত ঘুরিয়ে খাও কেন? গীতায় ঈশ্বর বলেছেন -- "যে আমাকে যেভাবে ডাকবে আমি তাকে সেভাবেই ফলদান করব"। হিন্দু ধর্ম যে কতটা উদার তার প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। আমি যেভাবে, যেরুপে তাকে ডাকব তিনি সেভাবেই আসবেন তা সে ৩৩ কোটির যে কোন একটা হোক না কেন।আমাদের দেহে যে আত্মা আছে, তা সকল ধর্মেই বিশ্বাস করে। ঈশ্বর হচ্ছেন সকল আত্মার উৎস অর্থাৎ পরমাত্মা। আর প্রতিটি জীবের শরীরে যে আত্মা আছে তা হচ্ছে জীবাত্মা। সকল ধর্ম কর্মের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে লীন হওয়া অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মুক্ত হওয়া। পুরষ্কার অথবা শাস্তির শেষ আছে, মানে ভাল কাজের জন্য স্বর্গভোগ আর খারাপ কাজের জন্য নরকভোগ আছে। কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করতে হয়, দুই টাকায় ভালো করে ১০ টাকার মিষ্টি খাবেন তা হবে না। পাকা হিসাবে যতটুকু ভাল ততটুকুই মিষ্টি। কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য কিন্তু স্বর্গ নয় সেই পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে যাওয়া, এর আর কোন শেষ নাই।আত্মার কোন ধ্বংশ বা শেষ নাই। এটা এক দেহ হতে অন্য দেহে গমন করে মাত্র। দেহের পরিবর্তন হয়, শিশু হতে কিশোর আবার কিশোর হতে যুবক, কিন্তু আত্মার পরিবর্তন নাই। গীতা অনুযায়ী মানুষ যেমন পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মা ও পুরাতন জীর্ন শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীরে গমন করে। একটু আধুনিক ভাবে বলা যায়, দেহ হচ্ছে প্রোগ্রাম করা কোন যন্ত্র আর আত্মা হচ্ছে এর ব্যাটারী যখন এই দুই একত্রিত হবে তখনই যন্ত্র সচল হবে এখানে ব্যাটারী দিয়ে কথা তা যে যন্ত্র বা শরীরে সেট করা হোক না

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

ঐশ্বরিয়ার সাথে বিচ্ছেদের গুঞ্জন, যা বললেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে এবার ভাঙবেই বলিউড তারকা ঐশ্বরিয়া রায় ও অভিষেক বচ্চনের সংসার। এরইমধ্যে নাকি দু'জন বিয়ের আংটিও খুলে ফেলেছেন। তবে এখনও এ বিষয়ে বচ্চন পরিবারের কেউ মুখ খোলেনি। ঐশ্বরিয়াও চুপচাপ।

এর মাঝেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন অভিষেক। তবে নিজেদের দাম্পত্য কলহ, সাংসারিক অশান্তি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি অভিনেতা।

মঙ্গলবার, ২০ বছর আগের এক দিনে ফিরে গেলেন অভিষেক। ২০০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছিল তার অভিনীত ছবি 'এলওসি কার্গিল'। অজয় দেবগানও ডুব দিয়েছেন ২০ বছর আগের স্মৃতিতে। অভিষেক লিখেছেন, “চোখের নিমেষে সময় চলে যাচ্ছে। 'লওসি কার্গিল' মুক্তি পেয়েছে ২০ বছর হয়ে গেল। বন্ধুদের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভাল লেগেছিল। ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের গল্প বলতে গিয়ে গর্ব বোধ হচ্ছিল। পরিচালককে অসংখ্য ধন্যবাদ আমায় নির্বাচন করার জন্য।”

পেশাগত কারণ ছাড়া কখনও নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা করেননি অভিষেক। এ ক্ষেত্রেও যে তার অন্যথা হবে না, তা আন্দাজ করা যায়। তবে ভাগ্নে অগস্ত্য নন্দ অভিনীত প্রথম ছবি 'আর্চিজ'-এর প্রিমিয়ারে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল ঐশ্বর্যাকেও।

হিট 'জামাল কুদু' গানের মানে কী?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সাদা শার্ট, গলায় পান্নার মালা, মাথায় মদের গ্লাস নিয়ে নাচছেন ববি দেওল। পেছনে বাজছে 'জামাল কুদু' গানটি। বিয়ের আসরে এই গানের মাধ্যমে 'অ্যানিমেল' ছবির পর্দায় দেখা যায় ববিকে। সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা পরিচালিত এই ছবির 'জামাল কুদু' গান এখন রীতিমতো হিট। নেটমাধ্যম খুললেই এখন এই গান। তারকা থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই গা ভাসিয়েছেন 'জামাল কুদু'র ছন্দে। শ্রোতারা দারুণ ভাবে গ্রহণ করেছেন গানটি। কিন্তু জানেন কি, এই গানের প্রকৃত অর্থ কী? উৎসই বা কোথায়?

'জামাল কুদু' গানটি আসলে কোনও ভারতীয় গান নয়। এটি ইরানের একটি লোকসঙ্গীত। গানটি গাওয়া হয় প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে ইরানের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে। ১৯৫০ দক্ষিণ ইরানে খারাজেমি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম বার গাওয়া হয় এই গানটি। ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে এই গান। তার পর এই গানই যেন পারস্য সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। তবে গানটি জনপ্রিয়তা পায় সে দেশের কয়্যার গ্রুপের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে ইরানের বিয়ের অনুষ্ঠানে গানটি গাওয়া যেন রেওয়াজে পরিণত হয়। সেই গানটি গাওয়া হয় 'অ্যানিমেল' ছবিতে ববির তৃতীয় বিয়ের অনুষ্ঠানের দিন। 'জামাল জমলো কুদু' গানটি নেওয়া হয়েছে খ্যাতনামী ইরানের কবি বিজান সামানদারের লেখা থেকে। 'অ্যানিম্যাল' ছবিতে এই গানটি নতুন ভাবে ভারতীয় দর্শকদের কাছে তুলে ধরেছেন সুরকার হর্ষবর্ধন রামেশ্বর। গানের যে লাইনটি সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে, সেটি হল 'জামাল জামালেক জামলো জামাল কুদু'। বাংলার এর অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'ও আমার প্রিয়, আমার ভালবাসা, আমার মিষ্টি ভালবাসা'।

এবার ইব্রাহিম-খুশি, করণের হাত ধরেই বলিউডে নতুন জুটি!

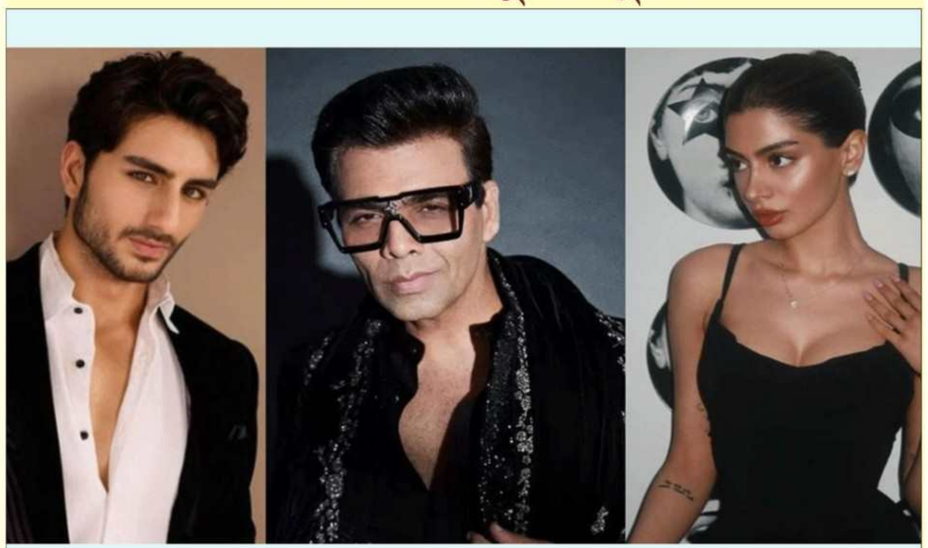

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পরিচালক করণ জোহরের হাত ধরে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন সাইফ পুত্র ইব্রাহিম আলি খান। বিপরীতে খুশি কাপুর।

বিগত কয়েক বছর ধরেই হিন্দি সিনেমায় নতুন মুখ লঞ্চ করার উত্তরাধিকারকে অব্যাহত রেখে করণ জোহরের নতুন ঘোষণায় আবার জল্পনা শুরু হয়েছে বলিপাড়ায়।

হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নতুন মুখ মানেই নেপথ্যে করণ জোহর। তালিকাটি বেশ বড়। আলিয়া ভাট, বরুণ ধাওয়ান, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা , জাহ্নবী কাপুর, গুরফতেহ পিরজাদা, লক্ষ্য লালওয়ানি, ধাইরিয়া কারওয়া ও আরও অনেকে। কিছুদিন আগে তিনি জানিয়েছিলেন , কাজল এবং পৃথ্বীরাজের সঙ্গে একটি থ্রিলার ছবি দিয়ে বলিউড অভিষেক করবেন ইব্রাহিম। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। নতুন একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ইব্রাহিম এবং খুশি কাপুর আগামী দিনে স্ক্রিন শেয়ার করতে চলেছেন তার হাত ধরেই। সেই রোমান্টিক কমেডি ওটিটি'তে মুক্তি পাবে ধর্ম্যাটিক্স ব্যানারে। নতুন বছর থেকেই শুরু হবে শুটিং। ছবিটি পরিচালনা করবেন শাওনা গৌতম। যিনি "রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি"-তে সহকারী পরিচালক ছিলেন। ছবির নামকরণ হয়নি এখনও।

অভিনয়ে ইব্রাহিম ও খুশির হাতেখড়ি হয়েছে আগেই। "দ্য আর্চিস" নিয়ে তো বলিপাড়ায় বেশ চর্চা। প্রথম ছবিতেই কাজলের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ। তাই ইব্রাহিমের "সরেজমিন" নিয়েও সরগরম বলিপাড়া। আগামীতে নতুন জুটি কী ম্যাজিক করবে, সেটা দেখার অপেক্ষাতেই অনুরাগীরা।

ভোটে জিতে এলাকায় যান না সানি, নিখোঁজ পোস্টার লাগিয়ে প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গদর ২ ছবির সাফল্যের পর আপাতত সিনেমা নিয়ে তুমুল ব্যস্ততা যাচ্ছে বলিউড অভিনেতা সানি দেওলের। এই মুহূর্তে তার হাতে রয়েছে তিনটি সিনেমা। এদিকে, ভারতে বিভিন্ন জায়গায় সানির নামে নিখোঁজ পোস্টার সাটানোর খবর চাউর হয়েছে। শুধু তাই নয়- তাকে খুঁজে দিতে পারলে মিলবে নগদ ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার এমন ঘোষণাও রয়েছে সেই পোস্টারে। বাস্তবেই ঘটছে এমন ঘটনা। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, সানি দেওল অভিনেতা হওয়ার পাশাপাশি পাঞ্জাবের গুরদাসপুরের সাংসদ। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে গুরদাসপুরের বিজেপির প্রার্থী হয়ে ভোটে দাঁড়ান সানি। কংগ্রেসের প্রতিপক্ষকে প্রায় ৮২ হাজার ভোটে হারিয়ে সাংসদ হন এই অভিনেতা। তারপর থেকেই নাকি নিজের নির্বাচনী এলাকায় দেখাই মেলেনি তার। সাংসদকে না পেয়ে ক্ষোভ জন্মেছে এলাকাবাসীর। তারা সানির ছবি দিয়ে একটি পোস্টার টানিয়ে দেন গুরদাসপুর, পাঠানকোট এলাকায়। যেখানে লেখা, 'নিখোঁজ হয়ে গেছেন, খুঁজে দিন। বিজেপি সাংসদ হারিয়ে গেছেন, খুঁজে দিতে পারলে রয়েছে ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার।' স্থানীয়দের মতে, জেতার পর থেকে একবারও নাকি দেখা যায়নি এ সাংসদকে। স্থানীয় অভাব-অভিযোগও তার অজানা।

ফুটবল থেকে

অবসরে চিয়েল্লিনি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছর আর্জেন্টিনার বিপক্ষে 'লা ফিনালিসিমা' দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিলেও ক্লাব ফুটবল চালিয়ে যাচ্ছিলেন জর্জিও চিয়েল্লিনি। কিন্তু এবার সবধরনের ফুটবল থেকেই বিদায়ের ঘোষণা দিলেন ইতালির কিংবদন্তি এই ডিফেন্ডার।

ফুটবল বিষয়ক ওয়েবসাইট 'গোল.কম' জানিয়েছে, আজ যেকোনো সময় অবসরের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেবেন চিয়েল্লিনি। এরপর তাকে দেখা যেতে পারে নিজের সাবেক ক্লাব জুভেন্টাসের কর্মকর্তা হিসেবে।

গত দুই বছর মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব এলএএফসি (লস অ্যাঞ্জেলস ফুটবল ক্লাব)-এর জার্সিতে খেলেছেন চিয়েল্লিনি। গত মৌসুমের শেষ এমএলএস কাপের ফাইনালে কলম্বাস ক্রুয়ের বিপক্ষে হেরে যাওয়া ম্যাচটির পরই অবসরের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো ইঙ্গিত দিয়েছে, ৩৯ বছর বয়সে খেলোয়াড়ি জীবনের ইতি টানার পর নিজের সাবেক ঠিকানা তুরিনে ফিরে যাচ্ছেন চিয়েল্লিনি। ফলে শহরের ক্লাব জুভেন্টাসের ঘরের মাঠ অ্যালিয়েঞ্জ অ্যারেনায় তাকে ফের দেখা যেতে পারে। যদিও খেলোয়াড় হিসেবে নয়, ক্লাবের প্রশাসনিক বিষয় দেখভালের দায়িত্ব নিতে পারেন তিনি। আবার শোনা যাচ্ছে, মেজর লিগের উন্নতিতেও ভূমিকা রাখতে চান চিয়েল্লিনি।

দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে

অভিযোগ নেই ওকসের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সবশেষ অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের ঘুরে দাঁড়ানোর নায়কদের একজন, পাঁচ ম্যাচের তিনটি খেলেই ম্যান অব দা সিরিজ। সেই ক্রিস ওকস জায়গাই পাননি ইংল্যান্ডের পরের সিরিজের স্কোয়াডে। মজার ব্যাপার হলো, এই বাদ পড়া নিয়ে কোনো অভিযোগও নেই তার। একদিক থেকে এটিকে বরং নিজের জন্য ভালো বলেই মনে করেন ৩৪ বছর বয়সী পেস বোলিং অলরাউন্ডার।

গত জুলাইয়ে অ্যাশেজে ৩ টেস্ট খেলেই ১৯ উইকেট শিকার করেছিলেন ওকস। ব্যাট হাতেও রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাতে ইংল্যান্ডের সিরিজ সেরার পুরস্কার কম্পটন-মিলার মেডেল জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু পরের সিরিজেই তার না থাকার মূল কারণ, সিরিজটি ভারতে। দেশের মাঠে ওকসের টেস্ট রেকর্ড যতটা উজ্জ্বল, ততটাই বিবর্ণ দেশের বাইরে। বিশেষ করে উপহাদেশে যতটুকু খেলেছেন, লাল বলের ক্রিকেটে কার্যকর হতে পারেননি একটুও। অ্যাশেজে দুর্দান্ত বোলিংয়ের পরও তাই ভারত সিরিজের জন্য ওকসের ওপর ভরসা রাখতে পারেননি ইংল্যান্ডের নির্বাচকরা।

নিজের সেই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েছেন ওকসও। ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে এই পেস বোলিং অলরাউন্ডার বললেন, বাদ পড়ার ব্যাপারটি যৌক্তিকভাবেই মেনে নিয়েছেন তিনি।

ওকস জানান, ভারত সফরে সুযোগ না পাওয়ার অনুভূতি মিশ্র...। যখনই কোনো টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়, সেখানে জায়গা পেতে মরিয়া থাকি স্বাভাবিকভাবেই। তবে পাশাপাশি আমার এই বয়সে এছাড়া দেশের বাইরে আমার যা রেকর্ড, বিশেষ করে উপমহাদেশে আমার মনে হয়, এটা ন্যায্য সিদ্ধান্ত।

দেশের মাঠে ২৮ টেস্ট খেলে ওকসের উইকেট ১১৩টি, বোলিং গড় দুর্দান্ত (২১.৮৮)। ইনিংসে ৫ শিকার ধরেছেন ৫ বার, একবার নিয়েছেন ম্যাচে ১০ উইকেট। দেশের বাইরে ২০ টেস্ট খেলে তার শিকার স্রেফ ৩৬ উইকেট। বোলিং গড় ৫১.৮৮, ৫ উইকেট নেই একবারও। ব্যাটিংয়েও দেশের মাঠে ১টি সেঞ্চুরি ও ৫টি ফিফটি করেছেন তিনি। ব্যাটিং গড় ৩৩.২৫। দেশের বাইরে ৩৭ ইনিংসে ফিফটি কেবল ১টি, ব্যাটিং গড় ২১.৯০।

উপমহাদেশে তার রেকর্ড তো আরও করুণ। বাংলাদেশে ২ টেস্ট খেলে তার উইকেট ৩টি, ভারতে ৩ টেস্ট খেলে ৩টি। ২০১৯ সালে নিউ জিল্যান্ডে ও পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় সহায়ক কন্ডিশন পেয়ে কিছুটা ভালো করেছিলেন বটে। তবে সার্বিকভাবে দেশের বাইরে তার পারফরম্যান্স একদমই বাজে।

সবশেষ দেশের বাইরে খেলেছিলেন তিনি গত বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। সেবার জিমি অ্যান্ডারসন ও স্টুয়ার্ট ব্রডকে বাদ দিয়ে মূল পেসার হিসেবে রাখা হয়েছিল ওকসকে। কিন্তু তিন টেস্টে কেবল পাঁচ উইকেট নিতে পেরেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ গড়ে। সেই সফরে ফিরে তাকিয়ে এবং সামনের সময়ে নিজের ক্যারিয়ারের কথা ভেবে ভারত সফরের দলে না থাকাটাই নিজের জন্য ভালো হয়েছে বলে মনে করেন ওকস।

তিনি বলেন, আমি মনপ্রাণ উজাড় করেই বল করেছিলাম, তবে শরীর নিয়ে বেশ ধুঁকেছিলাম। ওই সময়টায় হাঁটু ফোলা ছিল। ওই সফরের পরই আমার হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল এবং ৬ মাস ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। এখন ভারতে গিয়ে আমার বোলিংয়ের জন্য প্রতিকূল উইকেটে বোলিং করাটা এবং সামনের হাঁটুর ওপর অনেক চাপ নেওয়াটা এই ৩৪ বছর বয়সে আমার জন্য আদর্শ নয়। বিশেষ করে, সামনের দিনগুলিতে যখন সাদা বলের ক্রিকেটে অনেক খেলতে চাই। যদি একটি সংস্করণেই মনোযোগ থাকে, তাহলে ব্যাপারটি ভিন্ন। কিন্তু সব সংস্করণে খেলতে গেলে বিচক্ষণ সিদ্ধান্তই নিতে হয়।

ওকস জানালেন, তার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেই সবকিছু ব্যাখ্যা করেছেন নির্বাচকরা এবং তিনি তাতে সন্তুষ্ট। সামনের সময়টায় আমার সেরাটা কোথায় খেলতে পারি, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমাদের এবং টেস্ট ক্রিকেটে নিশ্চিতভাবেই তা ঘরের মাঠে। এটির মানে এই নয় যে, উপমহাদেশের বাইরে অন্য সফরগুলোয় আমাকে পাওয়া যাবে না। তবে এই মুহূর্তে এই সিদ্ধান্তে আমি স্বচ্ছন্দই আছি এবং এটিকেই যৌক্তিক মনে হচ্ছে। আমার সঙ্গে যোগাযোগটা ছিল খুবই ভালো, আমি জানি ক্যারিয়ারের কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার এতে কোনো সমস্যা নেই।

শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে

বরখাস্তের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডকে (এসএলসি) বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত তুলে নিয়েছেন দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী হারিন ফার্নান্ডো। এক্সে এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ফার্নান্ডো। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, শীঘ্রই এসএলসির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলও (আইসিসি)।
মূলত ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণেই এসএলসিকে নিষেধাজ্ঞা দেয় আইসিসি। এবার সরকারের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত বদলের ফলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে পারে আইসিসিও। তবে এ ব্যাপারে এখনও আইসিসির পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।
শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে ফেরার আশাবাদ ব্যক্ত করে ফার্নান্ডো লিখেছেন, 'আমাদের ওপর দেওয়া আইসিসির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার লক্ষ্যে আমি আজ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি নিয়োগের সিদ্ধান্ত তুলে নিতে একটি গেজেটে স্বাক্ষর করেছি।'
বিশ্বকাপ ব্যর্থতার কারণ দেখিয়ে এসএলসিকে বরখাস্ত করেছিলেন দেশটির তখনকার ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহে। ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের এমন হস্তক্ষেপের পর এসএলসিকে বরখাস্ত করে আইসিসি। যার সিদ্ধান্তে এত বড় শাস্তি পেল দেশের ক্রিকেট বোর্ড শাস্তি পেয়েছেন তিনি নিজেও। গত ২৭ নভেম্বরে রোশানকে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে।

সালাহ-হাকিমিকে পেছনে ফেলে

আফ্রিকার বর্ষসেরা ওসিমেন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নাইজেরিয়ার মাত্র দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে আফ্রিকার বর্ষসেরা পুরুষ ফুটবলার নির্বাচিত হলেন ভিক্টর ওসিমেন। সেরা হওয়ার পথে এই নাপোলি তারকা পেছনে ফেলেছেন মিশরের মোহামেদ সালাহ ও মরক্কোর আশরাফ হাকিমিকে।

গতকাল মরক্কোর শহর মারাক্কেশে এক জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে ওসিমেনের হাতে বর্ষসেরার পুরস্কার প্রদান করে কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল (সিএএফ)। সিএএফ-এর টেকনিক্যাল কমিটি, আফ্রিকার পেশাদার মিডিয়া কর্মী, প্রধান কোচ এবং অধিনায়কদের ভোটে বর্ষসেরা খেলোয়াড় নির্বাচন করা হয়। এছাড়া সিএএফ-এর মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ক্লাবগুলোও এতে ভূমিকা রাখে।

ওসিমেন গত মৌসুমে ৩২ ম্যাচে ২৬ গোল করেছিলেন। ইতালিয়ান ক্লাব নাপোলির ৩৩ বছরে প্রথমবার সিরি আ জেতার পেছনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তার পায়ের জাদুতে ভর করেই গত মে'তে স্কুডেট্টো জেতে নাপোলি। দারুণ পারফরম্যান্সে এ মাসের শুরুর দিকে ইতালিয়ান ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছিলেন ওসিমেন।

এর আগে ১৯৯৯ সালে নাইজেরিয়ার প্রথম ফুটবলার হিসেবে আফ্রিকান বর্ষসেরা হয়েছিলেন নুয়ানকো কানু। এদিকে একই মঞ্চে বর্ষসেরা নারী ফুটবলারের পুরস্কার জিতেছেন ওসিমেনের স্বদেশী আসিসাত ওশোয়ালা। বার্সেলোনার এই তারকা ফুটবলার এ নিয়ে ষষ্ঠবার মহাদেশীয় সেরা নির্বাচিত হলেন।

তিনবারের চ্যাম্পিয়ন

ম্যানইউর বিদায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপপর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। শেষ ষোলোর আশা বাঁচিয়ে রাখতে মঙ্গলবার রাতে তাদের জিততেই হতো বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে। অন্যদিকে গ্যালাতাসারেইর সঙ্গে ড্র করতে হতো এফসি কোপেনহেগেনের। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে দু'টি সমীকরণের কোনোটিই এক সুঁতোয় জড়ায়নি।
গ্যাতাসারেই-কোপেনহেগেনের ম্যাচটি যেমন ড্র হয়নি, তেমনি ম্যানইউও ঘরের মাঠে পায়নি কাঙ্খিত জয়। ৭৩ হাজার দর্শকের সামনে তারা হেরে গেছে ১-০ ব্যবধানে। এই হারে ৬ ম্যাচ থেকে মাত্র ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে 'এ' গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থেকে চ্যাম্পিয়নস লিগের এবারের আসর শেষ করেছে। তাতে ইউরোপিয়ান লিগের প্লে-অফ খেলারও সুযোগ হারিয়েছে তারা।
অন্যদিকে ৬ ম্যাচ থেকে ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থেকে নকআউট পর্বে আগেই জায়গা করে নিয়েছে বায়ার্ন। সেখানে তাদের সঙ্গী হয়েছে এফসি কোপেনহেগেন। যারা ১-০ গোলে হারিয়েছে গ্যালাতাসারেইকে। ম্যানইউর সঙ্গে বিদায় নিয়েছে গ্যালাতাসারেইও।

কর্নার থেকে ডি মারিয়ার

সরাসরি গোল

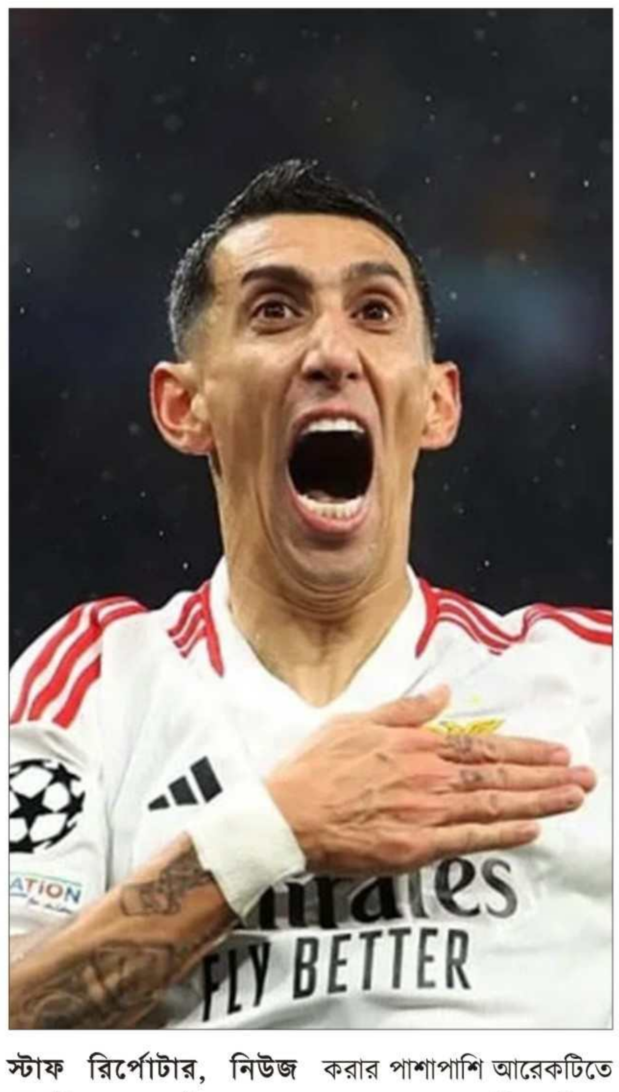

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোখধাঁধানো এক গোল করে আবারও আলোচনায় আর্জেন্টিনার উইঙ্গার আনহেল ডি মারিয়া। চ্যাম্পিয়নস লিগে গতরাতে কর্নার থেকে সরাসরি গোল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এই তারকা।
আগেই চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে ছিটকে পড়া বেনফিকার ইউরোপা লিগে খেলতে এই ম্যাচ জিততেই হতো। সালসবুর্গের বিপক্ষে 'ডি' গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচটি তারা ৩-১ গোলের জয়ে রাঙিয়েছে। জায়গা করে নিয়েছে ইউরোপা লিগে।
গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এক গোল করার পাশাপাশি আরেকটিতে সহায়তা করেন ডি মারিয়া। তাতে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও জেতেন তিনি। ম্যাচের ৩২তম মিনিটে চমৎকার সেই গোলটি করেন ডি মারিয়া। সংঘবদ্ধ আক্রমণ থেকে কর্নার পায় বেনফিকা। ডানপ্রান্তে পাওয়া সেই কর্নার নেন ডি মারিয়া। বাতাসে তার হালকা সুইং করা বল আটকানোর সাধ্য ছিল না সালসবুর্গের গোলরক্ষক স্লাগারের। পরে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে রাফা সিলভার গোলেও সহায়তা করেন তিনি। এই জয়ের ফলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের 'ডি' গ্রুপ থেকে তৃতীয় হয়ে ইউরোপা লিগে যাচ্ছে বেনফিকা।

সান্তোসে ফিরতে

চেয়েছেন নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শীর্ষ লিগ থেকে অবনমন হয়েছে ব্রাজিলের ঐহিত্যবাহী ক্লাব সান্তোসের। দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাওয়া ওই সান্তোসে ফিরতে চেয়েছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে চুক্তি করা নেইমার জুনিয়র। সান্তোসের প্রেসিডেন্ট মার্সেলো টেক্সেইরা এক সাক্ষাৎকারে এমনই দাবি করেছেন। তিনি দাবি করেছেন, নেইমার তাকে ফোন করে বলেছেন, তার জন্য যেন দলের ১১ নম্বর জার্সিটা রেখে দেওয়া হয়। অবনমনে যাওয়ায় সান্তোস সর্বকালের সেরা ফুটবলার খ্যাত ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের ১০ নম্বর জার্সি অবসরে পাঠিয়েছে। শীর্ষ লিগে না ফেরা পর্যন্ত কাউকে ওই জার্সি দেবে না সান্তোস। ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করে সান্তোসের প্রেসিডেন্ট বলেছেন, "গতকাল নেইমারের কল পেয়েছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'প্রেসিডেন্ট, আপনি তো শীর্ষে লিগে না ফেরা পর্যন্ত ১০ নম্বর জার্সিটা অবসরে পাঠিয়েছেন। আমি না ফেরা পর্যন্ত ১১ নম্বর জার্সিটাও তুলে রাখুন। আমি তার কথা শুনে খুশি, আশাবাদীও।'
নেইমারের ফেরার অপেক্ষা করবেন বলেও জানিয়েছেন মার্সেলো টেক্সাইরা, "আমি বিষয়টি (জার্সি তুলে রাখা) দলকে জানাবো, যাতে ১১ নম্বর জার্সিটা তুলে রাখা যায়। বলবো, 'চলুন, ক্ষণিকের জন্য ঐতিহাসিক নাম্বার টেনকে অবসরে পাঠাই এবং নাম্বার ইলেভেন ফিরে আসবে এই আশা করি।'
নেইমার পিএসজি থেকে সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের সঙ্গে দুই মৌসুমের চুক্তি করেছেন। এর মধ্যে প্রথম মৌসুম চলছে তার। ইনজুরির কারণে মৌসুমের অধিকাংশ সময় মাঠের বাইরে থাকবেন তিনি। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার জন্য ফিট থাকলে নেইমার ওই মৌসুমের আগে যোগ দিতে পারেন নিজ দেশের ক্লাব সান্তোসে। সেজন্য অবশ্য সান্তোসকে শীর্ষ লিগে ফিরে আসতে হবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR